আলমডাঙ্গায় দিন-দুপুরে চুরি স্বর্ণালঙ্কাসহ মা মেয়ে ও জুয়েলারি ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার মাদ্রাসা পাড়ায় বসত-বাড়িতে দিনে-দুপুরে স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় ১৮ ঘন্টায় চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (৭ নভেম্বর) দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া জেলার চৌঁরহাস এলাকার ক্যানেলপাড়া থেকে স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে পুলিশ। এ চুরির ঘটনায় মা- মেয়েসহ কুষ্টিয়ার জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে আটক করেছে । এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় স্বর্ণালঙ্কার চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলো- কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস ক্যানেলপাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী জাহানারা খাতুন (৬৫), তার মেয়ে রেজাউল করিমের স্ত্রী পলি খাতুন (৩৮) ও কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস মোড়ে সোহাগ জুয়েলারির মালিক সোহাগ (৩৮)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাদ্রাসা পাড়ায় সানোয়ার হোসেন ও স্ত্রী-জবেদা খাতুন তার ছেলের বউ বসবাস করে। গত (৬ নভেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে সানোয়ার হোসেনের স্ত্রী জবেদা খাতুন বাড়ির পাশে কাপড় পরিস্কার করছিলো। তার ঘরে মেইন গেইট খোলা দেখে কুষ্টিয়ার চৌঁরহাস এলাকার আবুল হোসেনের স্ত্রী জাহানারা খাতুন বাড়িতে প্রবেশ করে। সুযোগ বুঝে সে ওয়ারড্রব খুলে বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নেয়।

পরে জবেদা খাতুন কাপড় পরিস্কার করে ঘরে ঢুকতে জাহানারাকে দেখতে পায়। সে পানি খাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশ করেছে বলে জবেদা খাতুনকে জানায়। জবেদা খাতুন না বুঝে তার জন্য পানি আনতে গেলে সে পালিয়ে যায়। জবেদা খাতুন ঘটনাটি সন্দেহ হলে সে ওয়ারড্রব খুলে দেখে তার ও ছেলের বউ এর সকল স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে গেছে।

এমন ঘটনায় জবেদা খাতুন ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। পুলিশ ইতোপূর্বে আটকৃত জাহানারার ছবি দেখালে সে চোর নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় জবেদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কুষ্টিয়া জেলার চৌঁরহাস মোড়ে

স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। সোমবার মধ্য রাতে পুলিশ দেখে জাহানারা খাতুন চুরির ঘটনা উন্মোচন করে।

জাহানারা খাতুন জানায়, স্বর্ণের দেড় ভরি ওজনের একটি চেইন ৪৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস মোড়ে সোহাগ জুয়েলারিতে বিক্রি করে। এছাড়াও চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার ও বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা তার মেয়ে রেজাউল করিমের স্ত্রী পলি খাতুনের নিকট রয়েছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে স্বর্ণালঙ্কার চুরির সাথে সম্পৃক্ত ৩ জনকে আটক করে। উদ্ধার করা হয় প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার।

এ ঘটনায় কুষ্টিয়া জেলার জুয়েলারি মালিক সমিতির সভাপতি মিজান কুমার কর্মকার জানান, চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করতে সঠিক দোকানের রশিদ ও জাতীয় পরিচয়ের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। তবে, চুরি সিন্ডিকেট এর সাথে সম্পৃক্ততা রেখে ব্যবসা পুরো বে-আইনি।

তিনি আরো জানান, যদি সোহাগ জুয়েলারির মালিক সোহাগ যদি চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার চুরির প্রমান মিলে।পরবর্তীতে ব্যবসায়ীক সমিতি তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবে।

স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, চুরির ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। চুরি হওয়া প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণের গহণা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কীট প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সকাল সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে কীট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন,, চুয়াডাঙ্গা অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামী গ্রহণ শেষে পুলিশ সদস্যদের কীট সামগ্রী

পরিদর্শন করেন। এ সময় পুলিশ সুপার অফিসার-ফোর্সের শারীরিক ফিটনেস ও টার্নআউট এবং কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রাপ্যতার প্রাধিকার ভিত্তিতে বিভাগীয় পোষাক ভান্ডার হতে মালামাল সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট ইনচার্জকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মালামাল সংক্রান্ত কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) সরকারী নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সালামী গ্রহণ, কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার মহোদয় অফিসার ফোর্সদের উদ্দেশ্যে শৃংখলা, ড্রেসরুলস্ মেনে পুর্ণাঙ্গ পোষাক পরিধান করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং জনসাধারণের সাথে উত্তম ব্যবহারসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত কীট প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, পুলিশ লাইন্সের আরআই মোঃ আমিনুল ইসলাম সহ জেলার সকল ইউনিটের অফিসার-ফোর্সগণ উক্ত জেলা পুলিশের কীট প্যারেড অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা-গেদে সড়ক ও স্থল পথে ভিসা চালুর দাবিতে গণ জামায়েত

২৫ জেলার জনগণের ভোগান্তি লাঘব ও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অবিলম্বে দর্শনা-গেদে সড়ক স্হল পথে ভিসা চালুর দাবিতে গণ জামায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে গতকাল শনিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন বন্দর চত্বরে এই গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গন জমায়েতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল

ইসলাম আজাদ এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও নবনির্বাচিত চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু, জীবননগর উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, দর্শনা গনউন্নয়ন পাঠাগারের (সিডিএল) পরিচালক কবি আবু সুফিয়ান, জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি মাহবুবুর রহমান বাবু,

সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, দর্শনার প্রবীন সাংবাদিক মাহফুজ উদ্দিন খান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু,

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুস্তম আলী, বিশিষ্ট সিএন্ডএফ ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমান হাবু, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার কুন্ড,দর্শনা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-মোঃ গোলাম ফারুক আরিফ সহ দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ সহ স্থানীয় জনসাধারণ ২০০-২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধুর দর্শন,সমবায়ে উন্নয়ন প্রতিপাদ্য বিষয় কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা করা হয়েছে।

শনিবার উপজেলা প্রসাশন ও সমবায় বিভাগের আয়োজনে র্যালি,আলোচনা সভা,সম্মনা স্বারক প্রদান করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তেলন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার। এরপর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে উপজেলা চৌরাস্তার মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথী ছিলেন,উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সহিদুল ইসলাম ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক হযরত আলি,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি দামুড়হুদা সদর ইউপির সদস্য সামসুল ইসলাম।

সমবায়ী দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন,আলি আজগার সোনা,উপজেলা চুল প্রসেসিং সমিতির সভাপতি হাসিবুজ্জামান সহিদসহ অন্যরা।আলোচনা সভা শেষে উপজেলা পর্যায়ে ৫টি ক্যাটাগরিতে ক্রেস্ট ৫টি সমবায় সমিতির সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ।

দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ে মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিদ্যালয়ের পূর্বের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বিদ্যালয় চত্বরে ফুল বাগান তৈরি, বৃক্ষ রোপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সহসভাপতি দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার জাহিদুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দীন, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মো আনারুল ইসলাম, মো রহমতুল্লাহ।

বিদ্যালয়ের আইসিটি কক্ষে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ইমরান হোসেন, রাসেল, সাব্বির রহমান, মিজান, রাব্বী, আবিদ, ফাহাদ প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় দুজন নিহতের বাড়ি মেহেরপুর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়ায় গভীর রাতে গরু বোঝায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রাকের উপরে এবং ভিতরে থাকা চারজনের মধ্যে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসময় ট্রাকে থাকা ১৯ গরুর মধ্যে ৭টি গরু ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়।

বৃহস্পতিবার (০৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা- মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কের আলুকদিয়া বিশ্বাস ফিলিং স্টেশনের (তেলপাম্প) নিকট এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর জেলার রায়পুর গ্রামের লুৎফরের ছেলে আশরাফুল হক (৫০) ও একই জেলার বাসস্ট্যান্ডপাড়ার হারুন উর রশিদের ছেলে মনির হোসেন (৪৫)।

আহতরা হলেন, একই জেলার রায়পুর গ্রামের নিজাম শেখের ছেলে কালাম
(৪০) ও জেলার শহরের খন্দকারপাড়ার জহিরের ছেলে মিনারুল ইসলাম (৪১)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিভেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মোঃ রফিকুজ্জামান।

তিনি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে ট্রাকের আংশিক অংশ কেটে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছ্বে। তিনজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ট্রাকে ১৯ টি গরুর মধ্যে ৭টি গরু ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ট্রাকটি মেহেরপুর যাচ্ছিল। ট্রাকটি হেলপার চালাচ্ছিল বলে জেনেছি। ধারণা করা হচ্ছে চালকের ঘুমের ঝিমকি আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা একটি গাছ ভেঙ্গে ট্রাকের মধ্যে ঢুকে পড়লে এদূর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা গরুবোঝায় একটি ট্রাক মেহেরপুর যাচ্ছিল। পথিমধ্যে চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়া তেলপাম্পের নিকট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা গাছে ধাক্কা লাগে। এতে গাছ ট্রাকের মধ্যে ঢুকে পড়লে চালক ও হেলপার আটকা পড়েন। ট্রাকের উপরে থাকা এক গরু ব্যাপারি আশরাফুল ঘটনাস্থলে নিহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে ট্রাকের ইঞ্জিনের আংশিক অংশ কেটে জীবিত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।কিছুক্ষন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মনির হোসেন নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. লিওন বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই আশরাফুলের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩ জনের মধ্যে চিকিৎসারত অবস্থায় মনির হোসেনকে মৃত ঘোষনা করা হয়। বাকি দুজন শঙ্কামুক্ত। তাদেরকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন বলেন, বরিশাল থেকে গরুবোঝায় ট্রাকটি মেহেরপুরে যাচ্ছিল। চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়া তেলপাম্পের নিকট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে

ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যায়। পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ট্রাকের ইঞ্জিন কেটে আটকা পড়া চালকসহ জীবিত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় লোকজনের ভাষ্যমতে চালকের পরিবর্তে হেলপার ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। ঘুমের ভাব আসার কারণেই এঘটনা ঘটেছে। ট্রাকে ১৯-২০ টা গরুর মধ্যে ৭ টা গরু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকি গরুগুলো মারাত্মক আহত হয়েছে। বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়াধীন।

দামুড়হুদায় জেল হত্যা দিবস পালিত উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় সারা দেশের ন্যায় জেল হত্যা দিবস ও জাতীয় চার নেতা স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধা ও পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শহীদদের প্রতি এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি, জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) সাহিদা খাতুন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন। দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি

আব্দুল হান্নান ছোট।

এসময় বক্তারা বলেন, বাঙালি জাতির ইতিহাসে আরেকটি কলঙ্কিত অধ্যায় জেল হত্যা দিবস। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর স্বাধীনতা বিরোধীরা নির্মমভাবে হত্যা করে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা বর্বরোচিতভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। এর কিছুদিন পরই বঙ্গবন্ধুর আজীবন রাজনৈতিক সহচর, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই জাতীয় চার নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতকরা। ইতিহাসের জঘন্য ও বর্বর নিকৃষ্ট হত্যা যজ্ঞের এই দিনটি জেল হত্যা দিবস।

আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ন আহবায়ক আবদুল করিমের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব, হযরত আলী, হাতেম সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় (এসএমসি) ফাউন্ডেশন নামের এনজিওর প্রতারণা

চাকরি ও ঋণ দেবার আশায় (এসএমসি) ফাউন্ডেশন নামের এনজিওর প্রতারণার মাধ্যমে কয়েক লক্ষাধিক টাকা নিয়ে রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্টেশন এলাকায় ঘটেছে। এতে চাকুরি ও ঋণ পাবার আশায় টাকা দেওয়া সাধারণ ভুক্তভোগীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ভুক্তভোগীরা জানায়, গত ১৫ দিন পূর্বে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্টেশন এলাকায় (এসএমসি) ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিও অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। লোভনীয় বেতন দেবার নামে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে নারী কর্মীদের নিয়োগ প্রদান করে। চাকুরির জন্য ১০-২০ হাজার টাকা জামানত নেয় এনজিও অফিসের কর্মকর্তারা।

এছাড়া মোটা অংকের লোন পাবার জন্য উপজেলা বাড়াদি, কুমারী, বেলগাছিসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামের নারীদের নিকট থেকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করে। এতে ভুক্তভোগীদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১০ লক্ষ টাকা লুটপাট করে পালিয়েছে এনজিও চক্রটি।

(এসএমসি) ফাউন্ডেশনের ফরমের উপরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কতৃক অনুমোদিত বলে তারা গ্রাহকের নিকট দাবি করে। এছাড়া Govt.Reg-S-6464/07C-52567/69469/10 Rural Development Project লেখনির মাধ্যমে মানুষের মাঝে আস্থা তৈরি করে।

এরই কারণে প্রতারিত হয়ে আলমডাঙ্গা বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের রুবিনা খাতুন ১৫ হাজার, জান্নাতুল ১০ হাজার, হাসান ২ হাজার, নজরুল হোটেল ৭ হাজার, জনি ১৪ হাজার, বাড়াদি ইউনিয়নের কাটাভাঙ্গা গ্রামের জহুরুল ১০ হাজার, পলাশ ৫ হাজার লাভলু ২ হাজার, তৌহিদুল ৬ হাজার মারিফুল ১৫ হাজার, টুটুল ৬ হাজার, মোকারুল ২৫ হাজার, রুনা খাতুন ১০ হাজার, বিল্লাল ২০ হাজার ও আলী হোসেন ৫ হাজার টাকা প্রদান করে। এছাড়াও অসংখ্য ব্যক্তি বিভিন্ন অংকের টাকা দিয়ে লোন পাবার আশায় থাকে। প্রায় শতাধিক মানুষের নিকট থেকে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ভুক্তভোগীরা লোন নিতে (এসএমসি) ফাউন্ডেশনের অফিসে উপস্থিত হয়। এসময় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও তাদের খোঁজখবর না পেলে স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পারে ভোরে তারা চলে গেছে।

রুবিনা খাতুন জানান, লোভনীয় অফার দিয়ে চাকুরি করতে আগ্রহ জানান তারা। পরবর্তীতে চাকুরি করতে জামানত হিসাবে ১৫ হাজার টাকা নেয়।

তিনি আরো জানান, সকালে চাকুরিতে যোগদান করতে আসি। এসে অফিস তালাবদ্ধ দেখতে পায়। অনেক মানুষ লোন নিতে আসা সাধারণ মানুষ ভিড় করে।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি

আলমডাঙ্গার খেজুরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাসলিমা খাতুনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এর ঘটনায় তদন্তে সত্যতা পেয়েছে শিক্ষা অফিস।বুধবার (২ নভেম্বর) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তদন্তে বেরিয়ে আসে কাজ না করেও ভুয়া বিল দেখিয়ে ৪০ হাজার টাকা লুটপাট করে ।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে বিভাগীয় শাস্তির দাবি তোলেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও স্থানীয় শিক্ষার্থীদের অবিভাবকেরা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নে অবস্থিত খেজুরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। গত কয়েক বছর যাবৎ খেজুরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাসলিমা খাতুন দায়িত্বপালন করে আসছে।

ওই স্কুলে সাবেক সভাপতি হিসাবে দায়িত্বপালন করে খেজুরতলা গ্রামের জলিল মন্ডল। গত ৯ বছর যাবৎ তিনি এ দায়িত্বপালন করেন। বর্তমানে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শরিফুল ইসলাম।

গত কিছুদিন পূর্বে খেজুরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাসলিমা খাতুনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এর ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করে। স্থানীয় গণমাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ প্রকাশ পায়। স্কুল কমিটির পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর দুর্নীতির অভিযোগ তুলে লিখিত প্রদান করেন।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী দুই শিক্ষা অফিসার আশরাফুল ইসলাম ও রশিদুল ইসলাম দুর্নীতির তদন্ত শুরু করে।

বুধবার সকাল ১১ টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩ টা পর্যন্ত এ তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তদন্তে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন খ্যাত দেখিয়ে ভুয়া বিল ভাউচারে ২৮ হাজার ও ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১২

হাজার টাকা লোপাট করে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আশরাফুল ইসলাম জানান, সকাল থেকে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়। তিনি মোট ৪০ হাজার টাকা লোপাট করে।

তিনি আরো জানান, তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর পর উপজেলা শিক্ষা অফিস তার বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নিবেন তা পরবর্তীতে জানানো হবে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষক মনগড়া ভাবে বিল ভাউচারের মাধ্যমে টাকা লুটপাট করেছে। তদন্তে তার বিলের সাথে কাজ দেখাতে পারিনি।

আলমডাঙ্গার সরকারি জমি দখল করে বাড়ি নির্মাণে, অনিশ্চিয়তায় রাস্তা

আলমডাঙ্গার জোরগাছা গ্রামে সরকারি রাস্তার জমি দখল করে বাড়ি-ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। টেন্ডারের পাঁকা রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। রাস্তার জমি না দিতে মরিয়া দু,টি পক্ষ। স্থানীয়রা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর স্বারক লিপি দিয়েও মিলছে না সুরাহ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি গোলাম সরোয়ার, একই গ্রামের সফি উদ্দিন সরকারি রাস্তার জমি দখল করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে।

ওই রাস্তার মোট জমির প্রস্ত ২৪ ফিট। যা সম্পূর্ণ সড়ক ও জনপথ এলজিইডির আওতাধীন। বিগত রাস্তাটি হেরিং হওয়ার সুযোগে গোলাম সরোয়ার ও সফি উদ্দিন ঘর নির্মাণ করে।

বর্তমানে রাস্তাটি জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য ১২ মিটার পাকা

করণের কাজ শুরু হয়। এতে বিপত্তি সৃষ্টি হয় এলাকাবাসী।

রাস্তার মোট ২৪ ফিট জায়গার মধ্যে গোলাম সরেয়ারের বাড়ি-ঘরে দখল করেছে ৫ ফিট ও সফির ঘরের মধ্যে ৩ ফিট জায়গা রয়েছে। অবশিষ্ট জমি রাস্তার থাকলেও তা সড়ক নির্মাণের জন্য বাঁধা প্রদান করে আসছে। এতে রাস্তা নির্মাণ কাজের ব্যাঘাত পোহাত হচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে।

দফায় দফায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে বিষয়টি মিমাংসার চেষ্টা করে। সুরাহ না মেলায় এলাকাবাসীর গণসাক্ষরিত অভিযোগ করেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরের নিকট। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে সাংঘর্ষিক ঘটনা।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর জানান, সরকারি রাস্তার জমি দখলের অভিযোগে স্থানীয়রা লিখিত অভিযোগ করেছে।

তিনি আরো জানান, সরকারি জমি দখলের কোন সুযোগ নেই। জমি যদি দখল করে থাকে তাহলে তাদের অবশ্যই দখলকৃত জমি ছেড়ে দিতে হবে।